নাসির ইবনু হামদ আল-ফাহদ

ইউসুফ কারযাবির কতক ভ্রান্তিমূলক চিন্তাধারা

আলী হাসান উসামা

অনূদিত

বিষয়সূচি

লেখকের কথা 2
কাফিরদের ব্যাপারে কারযাবির দৃষ্টিভঙ্গি 3
বিদআতিদের ব্যাপারে কারযাবির দৃষ্টিভঙ্গি 8
সুন্নাহর ব্যাপারে কারযাবির দৃষ্টিভঙ্গি 9
নারীদের ব্যাপারে কারযাবির দৃষ্টিভঙ্গি 13
কারযাবি এবং বিনোদন 15
কারযাবির বিচ্ছিন্ন ফিকহি মতামত 17

লেখকের কথা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সকল প্রশংসা আল্লাহর। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক আল্লাহর রাসুলের ওপর।

বর্তমানকালে উম্মাহ যে-সকল ফিতনায় আক্রান্ত, তার মধ্যে অন্যতম হলো এমন একদল লোকের সরব উপস্থিতি, যারা ইলমের চাদর গায়ে চড়িয়ে সংস্কারের নামে শরিয়াহকে বিকৃত করেছে, সহজতা আরোপ সংক্রান্ত ফিকহের দোহাই দিয়ে ফ্যাসাদের উপায়-উপকরণ সহজ করে দিয়েছে, ইজতিহাদের নামে অপদস্থতার পথ খুলে দিয়েছে, ফিকহুল আওলাবিয়্যাতের নামে সুন্নাহর মধ্যে শিথিলতা আরোপ করেছে, ইসলামের অবয়ব সুন্দর করার নামে কুফফার গোষ্ঠীর সাথে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক স্থাপন করেছে।

এদের সকলের শীর্ষে রয়েছেন যিনি, তিনি হলেন টিভি চ্যানেলের মুফতি ইউসুফ কারযাবি। টিভি চ্যানেল, অনলাইন, সভা-সেমিনার, ক্লাস, বয়ান-বক্তৃতা প্রভৃতি প্লেসে এ-সকল অসার চিন্তাচেতনা প্রচারের ক্ষেত্রে তার রয়েছে সবিশেষ অবদান।

আমাদের এই নিবন্ধে এই ব্যক্তি কর্তৃক প্রচারিত কতক অসার দৃষ্টিভঙ্গির সারকথা উঠে এসেছে। আমি এগুলোকে তুলে ধরেছি উম্মাহর প্রতি কল্যাণকামিতা থেকে এবং দায়িত্বমুক্তির স্বার্থে, আর এই ব্যক্তি এবং এ ধরনের অন্যান্য ব্যক্তিদের ব্যাপারে উম্মাহকে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে। এখানে তার খণ্ডনপ্রসঙ্গে আলোচনা দীর্ঘ করবো না। কারণ এখানে আমি যা-কিছু উল্লেখ করেছি, মুসলমান জনসাধারণ তার প্রতি অসমর্থন জানাবে। এ-সব অসার চিন্তাধারা এবং তার খণ্ডনের বিশদ বিবরণ জানতে যারা

আগ্রহী, তাদের জন্য 'আররাদ্দু আলাল কারযাবি' গ্রন্থে তা বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

—নাসির ইবনু হামদ আল-ফাহাদ
১ – ১০ – ১৪২০ হিজরি

কাফিরদের ব্যাপারে কারযাবির দৃষ্টিভঙ্গি

কারযাবি মুমিনদের জন্য আলওয়ালা এবং কাফিরদের থেকে আলবারা আকিদার রীতিমতো মৃত্যু ঘটিয়েছেন। এখানে তার কয়েকটি বক্তব্য উল্লেখ করছি।

১. খ্রিস্টানদের ব্যাপারে তিনি বলেছেন—

> "সবকিছুই আমাদের মাঝে এবং তাদের মাঝে যৌথ। আমরা এক মাতৃভূমির সন্তান, আমাদের লক্ষ্য অভিন্ন, আমরা এক জাতি; আমি তাদেরকে বলি— 'আমার খ্রিস্টান ভাইয়েরা!' কতক লোক এ ব্যাপারটি নিয়ে আমার ওপর আপত্তি জানায়— আমি কীভাবে বলি যে— 'আমাদের খ্রিস্টান ভাইয়েরা'! মুমিনরাই কেবল ভাই-ভাই। হাঁ, আমরা মুমিন। আর তারাও অন্য বিবেচনায় মুমিন।"[১]

২. একই প্রোগ্রামে 'কিবতিদের' (খ্রিস্টানদের এক সম্প্রদায়) সম্পর্কে তিনি বলেছেন—

> "আদর্শের মতবিরোধকে কেন্দ্র করে তারা হাজার হাজার শহিদের খুন পেশ করেছে।"

৩. তিনি বলেন—

---

[১] বারনামুজ শারিয়াহ ওয়াল হায়াত, হালকাহ: গাইরুল মুসলিমিন ফি যিল্লিশ শারিয়াহ আল-ইসলামিয়্যাহ, তারিখ: ১২/১০/৯৭, আলজাযিরা চ্যানেল।

তার অনেক বইয়েও তিনি এ বিষয়টি প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে, অমুসলিমরা তার ভাই। উদাহরণস্বরূপ দ্রষ্টব্য— ফাতাওয়া মুআসিরাহ: ২/৬৬৮; আলখাসায়িসুল আম্মাহ লিল-ইসলাম: ৯০-৯২; মালামিহুল মুজতামায়িল মুসলিম: ১৩৮।

টেলিভিশনের অনেক প্রোগ্রামেই তিনি দৃঢ়তার সাথে এ বিষয়ে কথা বলেছেন। সংশয় দূর করার জন্য বলে রাখছি, তার টেলিভিশন প্রোগ্রামের যে কথাগুলো আমি এখানে উদ্ধৃত করছি, তার কোনোটাই আমি স্বচক্ষে দেখি নি, নাউযুবিল্লাহ। আমি এগুলো উদ্ধৃত করেছি তার প্রকাশিত গ্রন্থাদি এবং অনলাইনে তার সাইটে প্রকাশিত তথ্যাদি থেকে।

"মুসলিমরা অমুসলিমদেরকে ভালোবাসার মাঝে দোষের কিছু নেই।"[২]

৪. তিনি বলেন—

"আমাদের মাঝে এবং ইহুদিদের মাঝে বৈরিতা শুধু ভূমির জন্য, দ্বীনের জন্য নয়।"[৩] এবং তিনি দৃঢ়তার সাথে দাবি করেছেন, আল্লাহ তাআলার বাণী— "তুমি অবশ্যই উপলব্ধি করবে মুসলিমদের প্রতি সর্বাপেক্ষা কঠোর শত্রুতা পোষণকারী হচ্ছে ইহুদিরা এবং সে-সকল লোক, যারা শিরক করে।"[৪] রাসুলুল্লাহ সা. এর সময়কালে প্রয়োগযোগ্য ছিলো; বর্তমানকালে নয়।[৫]

অথচ এটা তো জ্ঞাত বিষয় যে, তিনিই এই আয়াতের শেষাংশকে বর্তমানকালে মুসলমানদের সাথে খ্রিস্টানদের নিকটবর্তিতার পক্ষে প্রমাণস্বরূপ উল্লেখ করেন।[৬] তার বক্তব্য হলো—

"যখন মুসলমানরা শক্তিশালী হবে, তখন নিঃসন্দেহে তাদের খ্রিস্টান ভাইয়েরাও শক্তিশালী হবে এবং যখন মুসলমানরা লাঞ্ছিত হবে, তখন খ্রিস্টানরাও লাঞ্ছিত হবে।"[৭]

৫. তিনি অনেক জায়গায় দৃঢ়তার সাথে দাবি করেছেন—

---

[২] গাইরুল মুসলিমিন ফিল মুজতামায়িল ইসলামি: ৬৮ (চতুর্থ সংস্করণ, প্রকাশকাল— ১৪০৫ হিজরি)। পূর্বোক্ত প্রোগ্রামেও তিনি এই দাবি করেছেন। এছাড়াও তার একাধিক গ্রন্থে এ বিষয়টি উল্লিখিত হয়েছে।

[৩] আলউম্মাতুল ইসলামিয়া, হাকিকাতুন লা ওয়াহ্‌ম: ৭০ (প্রথম সংস্করণ, প্রকাশকাল— ১৪০৭ হিজরি)। এছাড়াও পরবর্তী টীকায় উল্লিখিত প্রোগ্রামেও তিনি একই দাবি করেছেন।

[৪] সুরা মায়িদা: ৮২। —*অনুবাদক*

[৫] বারনামুজ শারিয়াহ ওয়াল হায়াত, হালকাহ: আসসিরা' বাইনাল মুসলিমিন ওয়াল ইয়াহুদ, তারিখ: ৭/১২/৯৭।

[৬] বারনামুজ শারিয়াহ ওয়াল হায়াত, হালকাহ: গাইরুল মুসলিমিন ফি যিল্লিশ শারিয়াহ আল-ইসলামিয়্যাহ, তারিখ: ১২/১০/৯৭।

[৭] বারনামুজ শারিয়াহ ওয়াল হায়াত, হালকাহ: আলইসলাম দ্বীনুল বাশায়ির ওয়াল মুবাশশিরাত, তারিখ: ২৪/০১/৯৯।

"ইসলাম —তার দাবি অনুসারে— বিধর্মীদের বিকৃত ধর্মগুলোকে মর্যাদা দেয়।"[৮]

তিনি আরো দাবি করেছেন যে, "বিধর্মীরা মুসলমানদের মতোই। মুসলমানদের যা যা প্রাপ্য, তাদেরও তা তা প্রাপ্য। মুসলমানদের ওপর যা যা আরোপিত হয়, তাদের ওপরও তা তা আরোপিত হবে।"[৯]

"ভূমিসংক্রান্ত বিষয়গুলো আমাদের এবং খ্রিস্টানদের মাঝে যৌথ। ইসলাম আমাদের মাঝে এবং তাদের মাঝে ঐক্যের বিষয়গুলোর ওপর গুরুত্বারোপ করেছে; ভিন্নতার ক্ষেত্রগুলোর ওপর নয়।"[১০]

"এটা একান্ত অপরিহার্য যে, এই সম্মিলিত ভূমিসংক্রান্ত বিষয়গুলোর ব্যাপারে মুসলমানরা এবং খ্রিস্টানরা ঐক্যবদ্ধভাবে নাস্তিকতা, জুলুম এবং সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে।"[১১]

তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, "জিহাদ হলো সকল ধর্মের প্রতিরোধ রক্ষার্থে, শুধু ইসলামের প্রতিরোধের জন্য নয়।"[১২]

---

[৮] আলইসলাম ওয়াল ইলমানিয়্যাহ: ১০১; শারিয়াতুল ইসলাম, খুলুদুহা ওয়া সালাহুহা লিত-তাতবিক: ৫২। একই কথা তিনি তার অনেক টেলিভিশন প্রোগ্রামেও বলেছেন।

[৯] বারনামুজ শারিয়াহ ওয়াল হায়াত, হালকাহ: আসসিরা' বাইনাল মুসলিমিন ওয়াল ইয়াহুদ, তারিখ: ৭/১২/৯৭; বারনামুজ শারিয়াহ ওয়াল হায়াত, হালকাহ: গাইরুল মুসলিমিন ফি যিল্লিশ শারিয়াহ আল-ইসলামিয়্যাহ, তারিখ: ১২/১০/৯৭, প্রভৃতি।

তিনি তার অনেক বইয়েই এই কথা লিখেছেন, যেমন 'আলহালাল ওয়াল হারাম', 'গাইরুল মুসলিমিন ফিল মুজতামায়িল ইসলামি'।

[১০] ফাতাওয়া মুআসিরাহ: ২/৬৭১; আসসাহওয়াতুল ইসলামিয়্যাহ বাইনাল ইখতিলাফিল মাশরু' ওয়াত তাফাররুকিল মাযমুম: ১৪৭।

[11] বারনামাজুল মুনতাদা, হালকাহ: মুসতাকবিলুল উম্মাহ বাইনাত তাফাউল ওয়াত তাশাউম, তারিখ: ৭/৩/৯৮ আবু ধাবি টিভি। আল্লাহ আমাদেরকে এবং সকল মানুষকে এসব থেকে সুরক্ষিত রাখুন। বারনামুজ শারিয়াহ ওয়াল হায়াত, হালকাহ: গাইরুল মুসলিমিন ফি যিল্লিশ শারিয়াহ আল-ইসলামিয়্যাহ, তারিখ: ১২/১০/৯৭।

[১২] বারনামুজ শারিয়াহ ওয়াল হায়াত, হালকাহ: আলআলাকাতুদ দুওয়ালিয়্যাহ, তারিখ: ৮/৩/৯৮।

"বিধর্মীদের উৎসবগুলোতে তাদেরকে শুভেচ্ছা জানানোকে তিনি বৈধ ঘোষণা করেছেন।"[১৩]

তেমনি মন্ত্রণালয় এবং অন্যান্য রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ পদগুলোতে বিধর্মীদের নিয়োগকর্মকেও তিনি বৈধ মনে করেন।"[১৪]

৬. একইভাবে তিনি দৃঢ়তার সাথে দাবি করেছেন—

"যিম্মিদের থেকে জিযয়া নেয়া হয় শুধু তাদের মাতৃভূমির প্রতিরোধের মহান ব্রত পরিত্যাগ করার বিনিময় হিসেবে। বর্তমানে এই বিধানটি রহিত থাকবে। কারণ, এখন সৈন্য সংগ্রহের বিষয়টি বাধ্যতামূলকভাবে সম্পন্ন করা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে মুসলিম কাফির সকলেই সমান।"[১৫]

---

[১৩] বারনামুজ শারিয়াহ ওয়াল হায়াত, হালকাহ: গাইরুল মুসলিমিন ফি যিল্লিশ শারিয়াহ আল-ইসলামিয়্যাহ, তারিখ: ১২/১০/৯৭; প্রাগুক্ত, হালকা: ফাযলুল আশরিল আওয়াখিরি মিন রামাদান, তারিখ: ২৬/১২/৯৯; ফাতাওয়া মুআসিরাহ: ২/৬১৭।

[১৪] বারনামুজ শারিয়াহ ওয়াল হায়াত, হালকাহ: গাইরুল মুসলিমিন ফি যিল্লিশ শারিয়াহ আল-ইসলামিয়্যাহ, তারিখ: ১২/১০/৯৭; গাইরুল মুসলিমিন ফিল মুজতামায়িল ইসলামি: ২২।

[15] বারনামুজ শারিয়াহ ওয়াল হায়াত, হালকাহ: গাইরুল মুসলিমিন ফি যিল্লিশ শারিয়াহ আল-ইসলামিয়্যাহ, তারিখ: ১২/১০/৯৭; গাইরুল মুসলিমিন ফিল মুজতামায়িল ইসলামি: ৫৫।

বিদআতিদের ব্যাপারে কারযাবির দৃষ্টিভঙ্গি

কারযাবিকে দেখা যায়, তিনি যখন বিদআতের বিপক্ষে আলোচনা করেন, তখন এমন সব প্রতিপক্ষের বিপক্ষে আলোচনা করেন, যাদের কোনো অস্তিত্বই নেই। তিনি প্রথম যুগের মুতাযিলা-খারেজিদেরকে নিয়ে আলোচনা করেন, অপরদিকে তিনিই আবার তাদের বর্তমান উত্তরসূরিদের প্রশংসায় মেতে উঠেন। রাফেযি —যারা মুতাযিলা গোষ্ঠীর বিশ্বাস-মতবাদের উত্তরাধিকারী হয়েছে, এর সাথে গুরুতর এবং ধ্বংসাত্মক আরো অসংখ্য বিষয় যুক্ত করেছে— কারযাবিকে দেখা যায়, তিনি তাদের পক্ষ সমর্থন করছেন, তাদের সঙ্গে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন স্থাপন করছেন, বরং তাদের সাথে বিরোধ উস্কে দেয়াকে আমানাতের খেয়ানত হিসেবে বিবেচনা করছেন। রাফেযিরা যে সাহাবিদেরকে গালাগাল করে, কুরআনে বিকৃতি সাধন করে, তাদের কথিত ইমামগণকে নিষ্পাপ ও ভুলের উর্ধ্বে ঘোষণা করে এবং তাদের মনগড়া পবিত্র স্থানগুলোতে হজ করে প্রভৃতি—তিনি এ জাতীয় কুফরি কর্মকাণ্ডকে শাখাগত আকিদার বিরোধ হিসেবে বিবেচনা করেন।[১৬] খারেজিদের বর্তমান উত্তরসূরি —আর এরাই হলো 'ইবাযিয়্যাহ'—দের ব্যাপারেও তার বক্তব্য এমনই।[১৭]

---

[১৬] যিয়ারাতুল কারযাবি লি-ইরান (নিবন্ধ, এটি তার সাইটে প্রকাশিত রয়েছে); আলমারজিইয়্যাতুল উলয়া: ১৪; বারনামাজুল মুনতাদা, হালকাহ: মুসতাকবিলুল উম্মাহ বাইনাত তাফাউল ওয়াত তাশাউম, তারিখ: ৭/৩/৯৮ আবু ধাবি টিভি; আলগাযালি কামা আরাফতুহু: ২৪২।

[১৭] বারনামুজ শারিয়াহ ওয়াল হায়াত, হালকাহ: আলইসলাম ওয়া শাবাকাতুল ইনতারনিত, তারিখ: ২৮/০৬/৯৮।

সুন্নাহর ব্যাপারে কারযাবির দৃষ্টিভঙ্গি

কারযাবি আকলপূজারীদের গড্ডালিকা প্রবাহে —সুন্নাহকে নিজেদের অকার্যকর বিবেক এবং অকেজো উপলব্ধির নিক্তিতে উত্থাপনের মানসিকতা— গা ভাসিয়েছেন। এ কারণেই তিনি অনেক সুন্নাহকে প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং অনেকগুলোকে নিজের প্রবৃত্তির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তাবিল করেছেন।

সুন্নাহর ব্যাপারে তার বক্তব্যগুলোর কয়েকটি দৃষ্টান্ত পেশ করছি—

১. সহিহ মুসলিমে রাসুলুল্লাহ সা. থেকে বর্ণিত রয়েছে—

"নিশ্চয়ই আমার বাবা এবং তোমার বাবা জাহান্নামে"।[১৮] এ ব্যাপারে উম্মাহর আলিমগণের ইজমাও (সর্বসম্মতিক্রমে স্থিরীকৃত সিদ্ধান্ত) রয়েছে।

কারযাবি বলেছেন—

"আব্দুল্লাহ ইবনু আব্দিল মুত্তালিব নবি প্রেরণের ধারার অন্তর্বর্তীকালের লোক। তার কী অপরাধ যে তিনি জাহান্নামি হবেন! বিশুদ্ধ বক্তব্য হলো, অন্তর্বর্তীকালের লোকেরা মুক্তিপ্রাপ্ত হবে।"[১৯]

---

[১৮] সহিহ মুসলিম: ২০৩; সুনানু আবি দাউদ: ৪৭১৮; আলমুসনাদ, ইমাম আহমাদ: ১২১৯২, ১৩৮৩৪। —*অনুবাদক*

[১৯] কাইফা নাতাআমালু মাআস সুন্নাতিন নাবাবিয়্যাহ: ৯৭।

২. সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিমে বর্ণিত রয়েছে, রাসুলুল্লাহ সা. বলেছেন—

"কিয়ামাত দিবসে মৃত্যুকে একটি ধূসর রঙের দুম্বা আকারে আনা হবে। তখন একজন আহ্বানকারী ডাক দিয়ে বলবেন, "হে জান্নাতবাসী!" তখন তারা ঘাড়-মাথা উঁচু করে তাকাবে। আহ্বানকারী বলবেন, "তোমরা কি এটাকে চিনো?" তারা বলবেন, "হাঁ, এ হলো মৃত্যু।" আর তারা সকলেই তো তাকে দেখেছে। এরপর আহ্বানকারী আবার ডেকে বলবেন, "হে জাহান্নামবাসী!" জাহান্নামিরা তখন মাথা উঁচু করে তাকাবে। আহ্বানকারী তখন বলবেন, "তোমরা কি একে চিনো?" তারা বলবে, "হাঁ, এ তো মৃত্যু।" আর তারা তো সকলেই তাকে দেখেছে। তারপর সেটিকে জবাই করা হবে। আর ঘোষক বলবেন, "হে জান্নাতবাসী! তোমরা চিরস্থায়ী। আর তো কোনো মৃত্যু নেই। আর হে জাহান্নামবাসী, তোমরাও চিরস্থায়ী। আর তো কোনো মৃত্যু নেই।" এরপর রাসুলুল্লাহ সা. পাঠ করলেন— "তাদেরকে সেই আক্ষেপের দিন সম্পর্কে সতর্ক করুন, যে দিন সকল বিষয়ে চূড়ান্ত ফায়সালা হয়ে যাবে, অথচ মানুষ এখন গাফলতিতে পড়ে আছে —দুনিয়াবাসী, এরাই তো গাফলতে পড়ে রয়েছে— এবং তারা ইমান আনছে না[২০]।"[২১]

কারযাবি বলেন—

"সুনিশ্চিতভাবে জ্ঞাত একটি বিষয় —যে ব্যাপারে মুহাদ্দিস এবং ফকিহগণ সকলেই একমত— হলো, মৃত্যু দুম্বা, ষাঁড় কিংবা প্রাণীসমূহের মধ্য থেকে কোনো প্রাণী নয়।"[২২]

৩. সহিহ হাদিসে রাসুলুল্লাহ সা. থেকে বর্ণিত রয়েছে—

---

[২০] সুরা মারয়াম: ৩৯। *—অনুবাদক*

[২১] সহিহ বুখারি: ৪৩৭০; সহিহ মুসলিম: ২৮৪৯; মুসনাদে আহমাদ: ১১০৬৬। *—অনুবাদক*

[২২] কাইফা নাতাআমালু মাআস সুন্নাতিন নাবাবিয়্যাহ: ৯৮।

"এমন জাতি কখনো সফলকাম হতে পারে না, যারা কোনো নারীকে নিজেদের শাসক হিসেবে নিয়োগ করেছে।"[২৩]

কারযাবি বলেন—

"এটা রাসুলুল্লাহ সা. এর যুগের সাথে বিশেষিত, যেখানে স্বৈরাচারমূলকভাবে কর্তৃত্ব ছিলো পুরুষদের। বর্তমানে এমনটা নয়।"[২৪]

৪. সহিহ হাদিসে বর্ণিত রয়েছে, রাসুলুল্লাহ সা. নারীদেরকে সম্বোধন করে বলছেন—

"বুদ্ধি ও দ্বীনের ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও একজন সদাসতর্ক ব্যক্তির বুদ্ধি হরণে তোমাদের চেয়ে পারঙ্গম আর কাউকে আমি দেখি নি।"[২৫]

কারযাবি বলেন—

"নিশ্চয়ই এই কথাটি রাসুলুল্লাহ সা. থেকে দুষ্টুমির ছলে প্রকাশিত হয়েছিলো।"[২৬]

৫. সহিহ হাদিসে বর্ণিত রয়েছে, রাসুলুল্লাহ সা. বলেছেন—

"কোনো কাফিরের কারণে কোনো মুসলিমকে হত্যা করা হবে না।"[২৭]

---

[২৩] সহিহ বুখারি: ৪৪২৫, ৭০৯৯; জামিউত তিরমিযি: ২২৬২; সুনানুন নাসায়ি: ৫৩৮৮; আলমুসনাদ, ইমাম আহমাদ: ২০৪০২, ২০৪৭৪, ২০৫১৭। *—অনুবাদক*

[২৪] এআরটি টিভিতে ৪/৭/১৪১৮ হিজরিতে অনুষ্ঠিত এক প্রোগ্রামে তিনি এই অভিমত প্রদান করেন। এ বিষয়ে খণ্ডনমূলক গ্রন্থ রচনা করেছেন শায়খ আব্দুর রহমান আব্দুল খালিক। নাম— "রুদ্দুদ ওয়া মুনাকাশাত হাওলা তাওয়াল্লিল মারআহ আলবিলায়াতিল আম্মাহ"।

[২৫] সহিহ বুখারি: ৩০৪, ১৪৬২; সহিহ মুসলিম: ৭৯; সুনানু আবি দাউদ: ৪৬৭৯; জামিউত তিরমিযি: ২৬১৩; সুনানু ইবনি মাজাহ: ৪০০৩; আলমুসনাদ, ইমাম আহমাদ: ৫৩৪৩। *—অনুবাদক*

[২৬] প্রাগুক্ত।

[২৭] সহিহ বুখারি: ১১১, ৩০৪৭, ৬৯০৩, ৬৯১৫; জামিউত তিরমিযি: ১৪১৩; সুনানুন নাসায়ি: ৪৭৪৪; সুনানু ইবনি মাজাহ: ২৬৫৮, ২৬৫৯; আলমুয়াত্তা, ইমাম মালিক: ২৫২৩; আলমুসনাদ, ইমাম আহমাদ: ৫৯৯, ৬৬৬২,৬৬৯০, ৬৭৯৬। *—অনুবাদক*

কারযাবি হাদিসের বিরুদ্ধে গিয়ে এই অভিমত ব্যক্ত করেছে যে, কাফিরের কারণে মুসলিমকে হত্যা করা হবে, এরপর তার এই অভিমতকে সুদৃঢ় করতে গিয়ে বলেছেন— "এটাই সেই অভিমত, আমাদের যুগের সাথে যা ছাড়া আর অন্য কিছু মানানসই নয়। ....আমরা এই অভিমতকেই প্রাধান্য দিয়ে সকল অজুহাত নাকচ করে দেবো এবং দীপ্তিময় শরিয়াহর ঝাণ্ডাকে সমুন্নত করবো।"[২৮]

এছাড়াও এ ধরনের দৃষ্টান্ত আরো অসংখ্য রয়েছে।

[২৮] আশশায়খ আলগাযালি কামা আরাফতুহু: ১৬৮।

নারীদের ব্যাপারে কারযাবির দৃষ্টিভঙ্গি

পর্দানশীন নারীদের আবরণ উন্মোচিত করতে কারযাবি সাধ্যানুসারে সবটুকু শ্রম ব্যয় করেছেন। বহুবার তিনি এ কথা ঘোষণা করেছেন যে, সভা-সম্মেলনে নারীদেরকে পুরুষদের থেকে পৃথক করাটা বিদআত তথা নবোদ্ভাবিত কাজ। এটা সে-সকল কুসংস্কারগুলোর একটি, যা আদৌ ইসলামের অন্তর্ভুক্ত নয়।[২৯] নারী-পুরুষের মধ্য থেকে এই বাধার দেয়ালকে ভেঙ্গে দেয়া ছাড়া কোনো গত্যন্তর নেই। তার বক্তব্য হুবহু উল্লিখিত হলো—

"পরিতাপের বিষয়— আমি সত্তরোর্ধ্ব একজন ব্যক্তি। বিভিন্ন ইসলামি সম্মেলনে যোগদানের উদ্দেশ্যে যুক্তরাষ্ট্রে আমার যাতায়াত হয়। তো এ-সকল সম্মেলনে পুরুষদের জন্য একপ্রান্তে আলোচনা উপস্থাপন করা হয় আর নারীদের জন্য করা হয় অন্য প্রান্তে। বাড়াবাড়ি সেখানেও সবার ওপর প্রবলভাবে চেপে বসেছে। খোদ পাশ্চাত্যসমাজের ওপরও তারা কুসংস্কার আরোপ করেছে। ফলে তারা কঠোর অভিমতগুলোকে গ্রহণ করেছে এবং অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত অভিমতগুলোকে বর্জন করেছে। তাদের পুরুষরা নারীদের থেকে ভিন্ন অবস্থানে উপনীত হয়েছে।"[৩০]

একই প্রোগ্রামে তিনি আরো বলেন—

---

[২৯] আওলাবিয়্যাতুল হারাকাতিল ইসলামিয়্যাহ: ৬৭; মালামিহুল মুজতামায়িল মুসলিম: ৩; মারকাযুল মারআহ: ৪১, ১৩০, নিচের টীকাগুলোতে উল্লিখিত প্রোগ্রাম এবং আরো অসংখ্য জায়গায় তিনি এই কথা উল্লেখ করেছেন।

[৩০] বারনামুজ শারিয়াহ ওয়াল হায়াত, হালকাহ: তাহাদ্দিয়াতুল মারআতিল মুসলিমাহ ফিল গার্‌ব, তারিখ: ২৮/০৯/৯৭।

"অথচ এ ধরনের সম্মেলনকে এক মোক্ষম সুযোগ হিসেবে বিবেচনা করা হয়, যেখানে কোনো যুবক কোনো যুবতীর দেখা পেয়ে যায়, অনন্তর যুবতীর রূপ-লাবণ্য তাকে মুগ্ধ করে, ফলে সে তার খোঁজে নেমে পড়ে, একপর্যায়ে আল্লাহ উভয়ের অন্তরের দুয়ার খুলে দেন। এর ফলস্বরূপ একটি মুসলিম পরিবার গঠিত হয়।"

একই প্রোগ্রামে তিনি বলেন, যখন শুধু মহিলাদের জন্য আয়োজিত এক সম্মেলনে জনৈক পুরুষ ব্যক্তি তার দিকে এগিয়ে আসে— "আমি এগিয়ে আসা লোকটিকে উদ্দেশ্য করে বললাম— এখানে তোমার উপস্থিতি কেনো? মনে করো, তোমার স্থলে যদি একজন বোন উপস্থিত থাকতেন, তাহলে আলোচনা বিশেষভাবে তাদেরকে কেন্দ্র করেই হতো। তখন সেই বোন আমার আলোচনা-পর্যালোচনা হৃদয়ঙ্গম করতো এবং প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশগ্রহণ করতো। এভাবে আমরা তাদেরকে নেতৃত্বের অনুশীলন করাতাম। কিন্তু সমাজে তো এখনও নারীদের ওপর পুরুষদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত রয়েছে; এমনকি নারীদের একান্ত বিষয়েও তারা দখল দেয়।"

তিনি দৃঢ়তার সাথে আরো দাবি করেছেন যে, পর্দানশীন নারীদের আবশ্যিকভাবে টেলিভিশন চ্যানেলে আসা উচিত।[৩১] একইভাবে অভিনয় এবং নাট্যমঞ্চে নারীদের উপস্থিতি প্রয়োজন।[৩২] শুধু এতোটুকুই নয়, বরং তিনি শালীনতা বজায় রেখে পারস্পরিক মেলামেশার দিকে আহ্বান করেন। এমনকি তিনি উল্লেখ করেছেন যে, তার দুই মেয়ে ইংল্যান্ডের বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করেছে। তাদের একজন পারমাণবিক পদার্থবিজ্ঞানে এবং অপরজন জৈব রসায়নে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেছে।[৩৩]

---

[৩১] বারনামুজ শারিয়াহ ওয়াল হায়াত, হালকাহ: আলফাযাইয়্যাত, তারিখ: ১৩/০৬/৯৯।

[৩২] মাজাল্লাতুল মুজতামা', সংখ্যা: ১৩১৯, তারিখ: ৯/০৬/১৪১৯ হিজরি।

[৩৩] আখবারুল উসবু', সংখ্যা: ৪০১, শনিবার ৫ মার্চ ১৯৯৪; 'সায়্যিদাতুহুম' ম্যাগাজিন, সংখ্যা: ৬৭৮, তারিখ: ১১/৩/১৯৯৪

কারযাবি এবং বিনোদন

কারযাবিকে ইসলামি গান এবং বিনোদনের দিকে সুপ্রসিদ্ধ আহ্বায়কদের মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব হিসবে বিবেচনা করা হয়। তিনি বিভিন্ন দিক থেকে এ বিষয়টিকে প্রমাণিত করার চেষ্টা করেন। যেমন—

১. তিনি তার অনেক বইয়েই দাবি করেছেন যে, গান হালাল[৩৪] এবং সিনেমাও সম্পূর্ণ বৈধ।[৩৫]

২. তিনি নিজেই উল্লেখ করেছেন, তিনি সে-সকল শিল্পীর প্রতি নিন্দা জ্ঞাপন করেন, যারা সঙ্গীতাঙ্গন ছেড়ে দেয়।[৩৬]

৩. যারা ক্রুশ পরিধান করে এবং ক্রুসেডের চিহ্নস্বরূপ তা দেহে ধারণ করে, তিনি তাদের জন্য কল্যাণ কামনা করেন। তাদের এই কাজের বৈধতা প্রদানের উপসংহার টানেন এই কথা বলে— "আল্লাহর পক্ষ থেকে কল্যাণের সাথে হোক তোমাদের যাত্রা। আল্লাহ তোমাদের সাথে আছেন। তিনি তোমাদের কর্মফল কখনো নষ্ট করবেন না।"[৩৭]

---

[৩৪] তার অনেক বইপত্র এবং প্রোগ্রামেই এ কথা উল্লেখ করেছেন, যেমন 'আলহালাল ওয়াল হারাম', 'আলমারজিইয়্যাতুল উলয়া', 'ফাতাওয়া মুআসিরাহ'; বারনামাজুশ শারিয়াহ ওয়াল হায়াত, হালকাহ: আখলাকিয়্যাতুল মুসলিম, তারিখ: ১৪/০৬/৯৯; প্রাগুক্ত, হালকাহ: দর্শকদের জন্য উন্মুক্ত প্রশ্নোত্তর, তারিখ: ১২/০৪/৯৮।

[৩৫] আলহালাল ওয়াল হারাম।

[৩৬] বারনামাজুশ শারিয়াহ ওয়াল হায়াত, হালকাহ: দর্শকদের জন্য উন্মুক্ত প্রশ্নোত্তর, তারিখ: ১২/০৪/৯৮।

[৩৭] অনলাইনে তার তত্ত্বাবধানে পরিচালিত আলইসলাম সাইটে এসব কথা রয়েছে। আরো অনেক ভয়াবহ ও জঘন্য কথা তাতে রয়েছে। যেমন তাতে পৃথিবীর সকল টিভি চ্যানেলের পরিচিতি রয়েছে, এমনকি ভ্যাটিক্যানেরও; রয়েছে পারস্পরিক পরিচিতির গুরুত্ব সংক্রান্ত মৌলিক আলোচনা, এমনকি ভিন্ন লিঙ্গের মাঝেও; বিবাহ পরিসেবা, এমনকি কাফিরদের সাথেও; সংস্কৃতি-সঙ্গীত বিষয়ক মৌলিক

৪. তিনি নিজেই উল্লেখ করেন যে, তিনি 'ফায়িযা', 'উম্মে কুলসুম', 'শাদিয়া', 'ফাইরুজ' এবং অন্যান্যদের গান নিয়মিত মনোযোগের সাথে শ্রবণ করেন।[৩৮]

৫. তিনি নিজের ব্যাপারে এও উল্লেখ করেন যে, তিনি মুভি, সিরিয়াল এবং নাটক দেখেন। যেমন 'আদেল ইমাম' অভিনিত 'আলইরহাব ওয়াল কিবাব' (Terrorism and Kebab, একশন এন্ড কমেডি মুভি) —অথচ এতে ধার্মিকদের ব্যাপারে উপহাস রয়েছে—, তেমনি 'লায়ালিল হিলমিয়া' (Lyaly El-Helmya, টিভি সিরিজ), 'রাফাত আল-হাজ্জান' (Rafat Al-Haggan), 'গাওয়ার' (Ghawar), 'নুর আশ-শারিফ' (Nour El-Sherif), 'মাআলি যায়িদ' (Maali Zayed) প্রভৃতি।[৩৯]

৬. তিনি ফতোয়া দেন যে, যে-সকল নারী (ছোট বা বড়) পর্দায় আত্মপ্রকাশ করে, তাদেরকে দেখা জায়িয।[৪০]

আলোচনা; রয়েছে মুভি, বিনোদন এবং টিভি সংক্রান্ত আলোচনা; মডেল নারীদের ছবি; রয়েছে জাহিয এবং অন্যান্য আকলপূজারীদের উচ্ছসিত প্রশংসা; রয়েছে তাগুতের নেতাদের জীবনের প্রতি আলোকপাত, যেমন সিনহাওরি— যে কিনা আরবি এবং অন্যান্য ভাষায় বিশটি ধ্বংসাত্মক বই রচনা করেছে। আর তার দাবি হলো, তিনি এই সাইটটিকে আন্তর্জাতিক ফতোয়া কেন্দ্ররূপে গঠন করতে চান।

[৩৮] আররায়াতুল কাতারিয়্যাহ পত্রিকা, সংখ্যা: ৫৯৬৯, তারিখ: ১৯ জুমাদাল উলা ১৪১৯ হিজরি।

[৩৯] প্রাগুক্ত; 'সায়্যিদাতুহুম' ম্যগাজিন, সংখ্যা: ৬৭৮, তারিখ: ১১/০৩/৯৪; আখবারুল উসবু', সংখ্যা: ৪০১, তারিখ: ২৩ রামাদান ১৪১৪ হিজরি।

[৪০] বারনামুজ শারিয়াহ ওয়াল হায়াত, হালকাহ: আলফাযাইয়্যাত, তারিখ: ১৩/০৬/৯৯।

কারযাবির বিচ্ছিন্ন ফিকহি মতামত

কারযাবি অসংখ্য মাসআলায় বিদগ্ধ ইমামগণের সুস্পষ্ট বক্তব্য ও অভিমতকে দেয়ালের ওপর ছুড়ে ফেলে বিচ্ছিন্ন সব অভিমত প্রদান করেছেন। এখানে তার কতক বিচ্ছিন্ন অভিমত উল্লেখ করা হলো।

১. রজম (ব্যভিচারীকে প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ড) এক ধরনের তা'যির, হদ নয়। এজন্য দায়িত্বশীল কর্তৃপক্ষ চাইলে তা বাতিল করার অধিকার রাখে।[৪১]

২. রিদ্দাহ (ইসলাম ত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে যাওয়া) দুই প্রকার— শক্ত রিদ্দাহ, আর তা হলো সমাজের বিরুদ্ধে গিয়ে কঠোর অবস্থান গ্রহণ। এই প্রকারের মুরতাদ ব্যক্তিকে হত্যা করা হবে। দ্বিতীয় প্রকার হলো, হালকা রিদ্দাহ, প্রথম প্রকারের অন্তর্ভুক্ত নয়—এমন সবধরনের রিদ্দাহই এর অন্তর্ভুক্ত। এই প্রকারের আওতাভুক্ত মুরতাদ ব্যক্তিকে ছেড়ে দেয়া হবে।[৪২]

৩. নারীরা সরকারি পদগুলোর দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারবে।[৪৩]

---

[৪১] হাশিয়া, ফাতাওয়া মুসতাফা আযযারকা: ৩৯৪; বারনামুজ শারিয়াহ ওয়াল হায়াত, হালকাহ: আসসুন্নাহ আননাবাবিয়্যাহ, তারিখ: ১০/০৫/৯৮। এটা অকাট্য নুসুস এবং পরম্পরাগত ইজমা —যা তিনিও স্বীকার করেন— এর সম্পূর্ণ বিরোধী মত।

[৪২] বারনামাজুল মুনতাদা, হালকাহ: শুরুতুল ফাতাওয়া, তারিখ: ১০/০১/৯৮, আবু ধাবি টিভি; আলখাসায়িসুল আম্মাহ লিল-ইসলাম: ২৪০ গ্রন্থেও তিনি এর ওপর আলোকপাত করেছেন। এটাও ইজমাবিরোধী অভিমত, যে ব্যাপারে ইজমা সংঘটিত হওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন উম্মাহর বিদগ্ধ ইমামগণ, যেমন ইবনুল মুনযির, ইবনু আব্দিল বার, ইবনু কুদামাহ, শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া, ইবনু রুশদ প্রমুখ।

[৪৩] পূর্বে "নারীদের ব্যাপারে কারযাবির দৃষ্টিভঙ্গি" শিরোনামের অধীনে এর সূত্র উল্লিখিত হয়েছে। এই অভিমতটিও ইজমা এবং উম্মাহর পরম্পরাগত আমলের সাথে সম্পূর্ণ বিরোধপূর্ণ।

৪. নারী যখন ক্রয়-বিক্রয় বা অন্য কোনো লেনদেনে অংশগ্রহণ করবে, তখন তার সাক্ষ্য হবে পুরুষের সাক্ষ্যের মতো।[৪৪]
৫. দাঁড়ি কামানো জায়িয।[৪৫]
৬. স্বল্প পরিমাণ সুদ আদান-প্রদান জায়িয এই বিবেচনায় যে, তা হলো সার্ভিস চার্জ।[৪৬]

এর পাশাপাশি গান, বিনোদন, টেলিভিশিন, চ্যানেল, সিরিয়াল, টাখনুর নিচে কাপড় ঝোলানো, ছবি তোলা, অভিনয় করা, কাফিরদের জন্য মদ এবং শূকরের বিকিকিনি, মুসলমানের জন্য শূকরের অঙ্গ স্থানান্তর, নারীদের সাথে করমর্দন (হ্যান্ডশেক), কাফিরদের পরিচ্ছদ দেহে ধারণ, বিদ্যুৎপিষ্ট প্রাণীর গোশত ভক্ষণ, মাহরাম পুরুষ ছাড়াই নারীর সফর এবং তাকে (সফরসম দূরত্বে) প্রেরণ প্রভৃতি বিষয়ের বৈধতার ফতোয়া তো রয়েছেই।

কারযাবির ব্যাপারে যথার্থই বলেছে, যে বলেছে— কারযাবি তার ফতোয়া এবং শরিয়াহবিকৃতিমূলক কর্মকাণ্ডের দ্বারা কার্যত কেমন যেনো ইসলামের

---

[৪৪] মারকাযুল মারআহ: ২০। এটিও তার একটি ধ্বংসাত্মক অভিমত, যা তিনি উল্লেখ করেছেন উপরিউক্ত বইয়ে, যা তিনি লিখেছেনই 'শালতুতে'র পক্ষ থেকে প্রমাণ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে, তাতে তিনি এমন সব 'সংশয়গুলো'কে খণ্ডন করেছেন, যা (তার দাবি অনুসারে) নারীজাতিকে পিছিয়ে দিচ্ছে।

[৪৫] আলহালাল ওয়াল হারাম: ৯১; আলমারজিইয়্যাতুল উলয়া: ২৪৩; মাদখাল লি-দিরাসাতিশ শারিয়াহ আল-ইসলামিয়্যাহ: ৮৫; বারনামাজুশ শারিয়াহ ওয়াল হায়াত, হালকাহ: আসসুন্নাহ মাসদারুন লিত-তাশরি'; বারনামাজুল মুনতাদা, হালকাহ: আযযিওয়াজ মিন গাইরিল মুসলিমাত। এটাও ইবনু হাজম, ইবনু মুফলিহ, ইবনু আবিদিন প্রমুখ বিদগ্ধ ফকিহগণের উল্লিখিত ইজমার সাথে বিরোধপূর্ণ অভিমত।

[46] বারনামাজুল মুনতাদা, হালকাহ: শুরুতুল ফাতাওয়া, তারিখ: ১০/০১/৯৮ হিজরি; বারনামাজুশ শারিয়াহ ওয়াল হায়াত, হালকাহ: দর্শকদের জন্য উন্মুক্ত প্রশ্নোত্তর, তারিখ: ১২/০৪/৯৮। এটাও কাট্য ইজমাবিরোধী অভিমত। এ ব্যাপারে ইবনু হাযম, ইবনুল মুনযির, ইবনু কুদামা প্রমুখ ইমামগণ ইজমা সংঘটিত হওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন।

কোনো কোনো তালিবুল ইলম রিবাল বুয়ু —যে ব্যাপারে হাদিসে ছয় ধরনের বস্তুর কথা উল্লিখিত হয়েছে— এবং রিবাল কারয —যা উম্মাহর ইজমার ভিত্তিতে সুপ্রমাণিত— এর মাঝে তালগোল পাকিয়ে ফেলে। কারণ, প্রথমোক্ত রিবার ব্যাপারে ইখতিলাফ হয়েছে, তেমনি তার ইল্লত কী এবং তা কি এই ছয় বস্তুর মাঝেই সীমাবদ্ধ, নাকি অন্যান্য বস্তুর ক্ষেত্রেও প্রয়োগযোগ্য—এ নিয়ে মতানৈক্য হয়েছে। আর রিবাল কারয —আর ব্যাংকগুলোতে এই রিবারই লেনদেন হয়ে থাকে— অকাট্যভাবে নাজায়িয, যে ব্যাপারে উম্মাহর অসংখ্য ইমাম ইজমার কথা উল্লেখ করেছেন এবং তা সর্বপ্রকার বস্তুর মধ্যেই প্রয়োগ হবে এ কথা স্পষ্টভাবে লিখেছেন। এ ব্যাপারে যারা ইজমার কথা উল্লেখ করেছেন, তাদের মধ্যে ইবনু হাযম এবং অন্যান্য ইমামগণের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

দিকে সম্পৃক্ত সকলকে ডেকে ডেকে বলছে— "তোমরা যা ইচ্ছে করতে থাকো। তোমাদের জন্য তো জান্নাত অপরিহার্য হয়ে গেছে।"

আল্লাহ তাআলা আমাদের নবি মুহাম্মাদ ﷺ, তার পরিবার-পরিজন এবং তার সকল সাহাবির ওপর রহমত বর্ষণ করুন।